দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 FEB 1991
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

## মাস্টার্স পরীক্ষার সময়োপযোগী তারিখ দেবার আবেদন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আমাদের মাস্টার্স পরীক্ষা দেবার কথা জুন ১৯৮৮-তে। (সেশন অনুযায়ী)। সে পরীক্ষার প্রথম তারিখ পড়লো ২২ অক্টোবর, ১৯৯০। তারিখ ঘোষণা হলো বেশ আগে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এ তারিখ অনড় থাকবে। কিন্তু এরপর পরীক্ষা পর্যায়ক্রমে পিছালো ৩ দফা এবং সর্বশেষ চতুর্থ দফায় স্থগিত হয়ে গেল ১৪ জানুয়ারী, ১৯৯১ তারিখ থেকে শুরু হওয়ার কথাসূচী ২২ ডিসেম্বরের অবাঞ্ছিত ঘটনার কারণে।

সেশন জটের জন্যে বয়স হারাচ্ছি, এ যেমন দুঃসহ, তেমনি কষ্টকর যখন প্রস্তুতিসম্পন্ন হওয়ার পর শুনতে হয় পরীক্ষা পিছিয়েছে। এই শোনা একবার, দু'বার হলেও সহনীয় হত, কিন্তু যখন বারবার হয়, তখন হতাশা ও ক্রোধের শেষ থাকে না। লাগাতার থাকতে হড় পড়ার টেবিলে, গোড়া থেকে শুরু করতে হয় পুরানো পড়া, মানসিক চাপ থাকে অবিরাম। এই অবস্থার দায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও নিতে হবে। সিলেবাস শেষ হওয়ার আগেই হয়ত তারিখ ঘোষিত হলো, ছাত্রদের একাংশ প্রস্তুত; একাংশ আন্দোলনে এ অবস্থায় পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হয়। এসব সমস্যা ভেবে যদি তারিখ দেয়া হত, তাহলে হয়ত সেশন জটের সমস্যার সমাধান হয়ত হত না; কিন্তু মানসিক চাপটুকু এড়ানো যেত। শোনা যাচ্ছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিগগিরই খুলে দেয়া হবে এবং মাস্টার্স পরীক্ষাও হয়ত আসন্ন। কিন্তু মাস্টার্স পরীক্ষার্থীদের অনেকেই এখন আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। মার্চ মাসে অনুষ্ঠিতব্য একাদশ বিসিএস ১৯৯০-৯১-এর লিখিত পরীক্ষার জন্যে। বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের চাকরির অমূল্য বয়স ছিনিয়ে নিতে চলেছে। কিন্তু এই একটি চাকরির পরীক্ষায় বসবার সুযোগ ইচ্ছা করলেই দিতে পারে। সুতরাং মাস্টার্স পরীক্ষার এবারকার তারিখটি যদি এমনভাবে দেয়া হয় যাতে বিসিএস দিয়ে মাস্টার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যথাযথ সময় পাওয়া যাবে — তাহলে বহু দরিদ্র, নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের উপকার হবে। বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের বহু শিখিয়েছে (তিক্ত অভিজ্ঞতাও (!), শেষবেলায় এই উপকারটুকু করে মানসিক চাপ থেকে অব্যাহত দিক, এটুকুই সবিনয় নিবেদন।

ভুক্তভোগী মাস্টার্স পরীক্ষার্থীদের পক্ষে
আবু হেনা মোরশেদ জামান,
রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।